ইশকে মুস্তফা -এর মাধুর্যে ভরপুর ঈমান উদ্দীপক একটি আলোচনা

নবী প্রেম

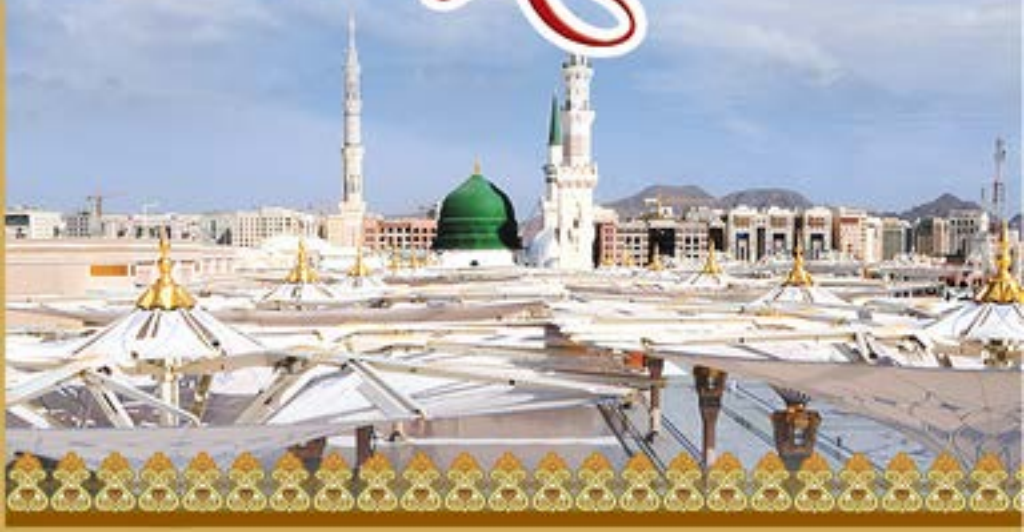

- প্রিয় নবী ﷺ এর আশিকগণ ৪
- হাতা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হলো ১৫
- ভালোবাসার কারণসমূহ ২৩
- ভালোবাসার আলামত ৩৫
- রসূলের অনুসরণ আর আমীরে আহলে সুন্নাত ৩৮
- সাদাতে কেরামের প্রতি ভক্তির কারণ ৪৭
- সাদাতের জন্য দ্বিগুণ অংশ ৪৮

উপস্থাপনায়:
মারকাযী মজলিসে শূরা
(দাওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নবী প্রেম (১)

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "যে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।"(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

১. দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ও মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান হযরত মাওলানা হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এই বয়ানটি ৩ যিলক্বদ ১৪৩৩ হিজরি মোতাবেক ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, করাচীর বাবুল মদীনায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের পর ১৫ যিলহজ্ব ১৪৩৫ হিজরি মোতাবেক ১১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে এটি লিখিত আকারে পেশ করা হচ্ছে।

(রিসালা বিভাগ, দাওয়াতে ইসলামী, আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস)

২. সুনানে নাসায়ী, কিতাবুস সাহ্, বাবুল ফাদলি ফিস সালাতি আলান নাবী, পৃ: ২২২, হাদিস: ১২৯৪।

www.dawateislami.net

স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যানকারী গোলাম

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহের পর নিজের গোলাম হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-কে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপহার হিসেবে পেশ করেন। একবার তাঁর বাবা ও চাচা মুক্তিপণের অর্থ নিয়ে তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য মক্কা মুকাররমায় আসেন এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন: "হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর এবং গোত্রের সর্দার! আপনি হেরেম শরীফের বাসিন্দা, আপনি বন্দীদের মুক্ত করান এবং তাদের আহার করান। আমাদের ছেলে আপনার গোলাম এবং আমরা তারই ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে মুক্তিপণ গ্রহণ করুন এবং তাকে মুক্ত করে দিন, বরং মুক্তিপণ যা হয় তার চেয়ে বেশি নিয়ে নিন।"

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যদি এই কথা হয়, তবে তাকে ডাকো এবং তাকেই পছন্দের সুযোগ দাও। যদি সে তোমাদের সাথে যেতে চায়, তবে মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে নিয়ে যেতে পারো। আর যদি সে আমার কাছে থাকতে পছন্দ করে, তবে আল্লাহ পাকের শপথ, যে আমাকে পছন্দ করবে, তার বিনিময়ে আমি মুক্তিপণ পছন্দ করব না।"

তাঁরা খুশি হয়ে আরয করলেন: "আপনি আমাদের সাথে অনেক ইনসাফ করেছেন।" এরপর, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-কে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি

www.dawateislami.net

কি এই দুজনকে চেনো?" তিনি আরয করলেন: "জি হ্যাঁ! তারা আমার বাবা ও চাচা।"

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি এটাও জানো যে আমি কে এবং আমার সাহচর্যও দেখেছো। এখন তোমার ইচ্ছা, চাইলে আমার কাছে থেকে যাও অথবা চাইলে তাদের সাথে চলে যাও।"

সায়্যিদুনা যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মোকাবেলায় আমি আর কাকে নির্বাচন করতে পারি? আপনি আমার জন্য বাবার স্থানেও আছেন এবং চাচার স্থানেও।" তাঁর বাবা ও চাচা বললেন: "যায়েদ! বড় আফসোসের কথা! তুমি কি গোলামীকে স্বাধীনতার উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছো? বাবা, চাচা এবং সকল আত্মীয়কে ছেড়ে গোলাম হয়ে থাকা পছন্দ করবে?" হযরত যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে ইশারা করে) বললেন: "আমি তাঁর মধ্যে এমন গুণ দেখেছি যে, আমি তাঁর মোকাবেলায় কাউকেই পছন্দ করতে পারি না।"

যখন হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জবাব শুনলেন, তখন যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-কে হাতীমে কাবায় নিয়ে আসলেন এবং সেখানে উপস্থিত লোকদের সামনে বললেন: "সাক্ষী থেকো যে, যায়েদ আমার পুত্র।" হযরত যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর বাবা ও চাচা এই দৃশ্য দেখে অনেক খুশি হলেন এবং তাঁকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে রেখেই চলে গেলেন।[১]

১. আল-ইসাবা ফী তামঈযিস সাহাবা, যায়েদ বিন হারেসা, ২/৪৯৫।

www.dawateislami.net

জান্নাত ভী লেনে আয়ে তো ছোড়ি না ইয়ে গলি
মুহ ফের বাইঠে হাম তেরি দিওয়ার কি তরফ[১]

অনুবাদ: জান্নাতও নিতে এলে ছাড়বো না এ গলি, মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবো আমরা তোমার দেয়ালের দিকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন আপনারা, হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অশান্ত হৃদয়ের শান্তিদাতা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অগাধ ভালোবাসার কারণে তাঁর থেকে বিচ্ছেদ ও দূরত্ব সহ্য করতে পারেননি এবং নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের পরিবর্তে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য ও সাহচর্য গ্রহণ করাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ রাসূলের ভালোবাসা এমনই এক অমূল্য সম্পদ যে, যাঁর ভাগ্য হয়, তাঁর দুনিয়ার কোনো কিছুরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শুধু যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নন, বরং সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসম্ভব ভালোবাসতেন। আসুন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওই আশিকদের নবীপ্রেম এবং মুস্তফার প্রতি সম্মানের কিছু ঝলক দেখে নিই।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকগণ

হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর কুরাইশরা হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-কে (যিনি তখনো ঈমান আনেননি) রাসূলে

১. যওকে নাত, ৯২ পৃ:।

www.dawateislami.net

করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে পাঠিয়েছিল। তিনি দেখলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওযু করতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ওযুর পানি নেওয়ার জন্য এত দ্রুত এগিয়ে আসতেন যে মনে হতো তাঁরা একে অপরের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবেন। যখন তিনি থুথু ফেলতেন বা নাক পরিষ্কার করতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা হাতে নিয়ে (বরকতের জন্য) নিজেদের চেহারা ও শরীরে মেখে নিতেন। তিনি তাঁদের কোনো আদেশ দিলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করতেন এবং যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর সামনে চুপ থাকতেন এবং সম্মানের খাতিরে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেনও না।

যখন হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মক্কাবাসীদের কাছে ফিরে গেলেন, তখন তিনি তাদের বললেন: "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি কায়সার, কিসরা ও নাজ্জাশীর দরবারেও গিয়েছি, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি কোনো বাদশাহকে তার জাতির মধ্যে এমন শান-শওকত ও মর্যাদা পেতে দেখিনি, যেমনটি (হযরত) মুহাম্মদ (মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর শান তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবীগণের মধ্যে দেখেছি।"[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলের প্রেমে অভিভূত হয়ে যেই চমৎকার ভঙ্গিতে নিজেদের আক্বা ও মাওলা রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিজেদের ভালোবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করেছেন, তা অতুলনীয়। এই

১. আশ-শিফা, ফাসলুন ফী আদাতিস সাহাবাতি ফী তা'যীমিহি, ২/৩৮।

www.dawateislami.net

মহান ব্যক্তিরা নিজেদের চরিত্র দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য এই শিক্ষা রেখে গেছেন যে, একজন উম্মতীর তার নবীর প্রতি কেমন সম্পর্ক ও কেমন ভালোবাসা থাকা উচিত। সেই পবিত্র ব্যক্তিবর্গরা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা, ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পদ, এমনকি সন্তান-সন্ততি ও নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসাকে নিজেদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন।

রাসূলের ভালোবাসাই ঈমানের মূল

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর রাসূলপ্রেমের এই অতুলনীয় অনুভূতিকে সামনে রেখে প্রত্যেক উম্মতীর উপর এই হক রয়েছে যে, সে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তাকে সারা বিশ্বের সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসবে, কারণ তাঁর ভালোবাসাই আমাদের ঈমানের ভিত্তি। মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, 'যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা-বাণিজ্য, যার ক্ষতি হবার তোমরা আশংকা করো এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান-এ সব বস্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা

www.dawateislami.net

سَبِيۡلِهٖ فَتَرَبَّصُوۡا حَتّٰى يَاۡتِىَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত: ২৪)

তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে পথ দেখো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ আনা পর্যন্ত এবং আল্লাহ ফাসিকদের সৎপথ প্রদান করেন না।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতে মুবারাকার অধীনে বলেন: দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করা মুসলমানের উপর আবশ্যক এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর আনুগত্যের মোকাবেলায় দুনিয়াবী সম্পর্কগুলো কোনোভাবেই মনোযোগের যোগ্য নয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা ঈমানের প্রমাণ।

এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা মু'মিনের ঈমানের ভিত্তি, বরং তার উপর আবশ্যক যে সে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালো ও প্রিয় মনে করবে, নতুবা তার ঈমান অসম্পূর্ণ। যেমন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হিশাম رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলাম এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ-এর হাত ধরেছিলেন। হযরত ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমার প্রাণ ব্যতীত বাকি সমস্ত জিনিসের চেয়েও বেশি প্রিয়।"

www.dawateislami.net

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সেই সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হব, ততক্ষণ তোমার ঈমান পূর্ণ হবে না।" হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "আল্লাহ পাকের শপথ! এখন আপনি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়।" তখন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "হে উমর! এখন (তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হলো)।"(১)

রাসূলের ভালোবাসা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও ঊর্ধ্বে

মনে রাখবেন! পূর্ণ ঈমানের জন্য এটাও জরুরি যে, মুসলমানের কাছে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তা সকল সম্পর্ক ও আত্মীয়তার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: 'لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين' অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হই।"(২)

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুবারক বাণীকে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উপর বাস্তবায়ন করেছিলেন। যেমন একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم-কে কেউ প্রশ্ন করেছিলেন: "আপনারা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে কেমন

১. বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযূর, বাব কাইফা কানাত... ইত্যাদি, ৪/২৮৩, হাদিস: ৬৬৩২।
২. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব হুব্বির রাসূল... ইত্যাদি, ১/১৭, হাদিস: ১৫।

www.dawateislami.net

ভালোবাসতেন?" তখন তিনি উত্তর দিলেন: " كَانَ وَاللهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا وَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَاءِ " "আল্লাহ পাকের শপথ, তিনি আমাদের কাছে আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের সন্তান-সন্ততি, আমাদের বাবা-মা এবং তীব্র তৃষ্ণার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় ছিলেন।"(১)

মুহাম্মদ হে মাতায়ে আলমে এযদি সে পিয়ারা
পিদার, মাদর, বেরাদার, জান, মাল, আউলাদ সে পিয়ারা

অনুবাদ: মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সৃষ্টিজগতের সকল সম্পদের চেয়ে প্রিয়, পিতা, মাতা, ভাই, প্রাণ, সম্পদ, সন্তানের চেয়ে প্রিয়।

سُبْحَانَ الله ! সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইশকে রাসূলের কোন উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, তাদের কাছে নিজেদের প্রাণ, সম্পদ এবং নিকটতম সম্পর্কের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিলেন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তা। বরং সেই পবিত্র আত্মাদের অবস্থা তো এমন ছিল যে, ওফাতর কোলে পৌঁছেও তাদের মনে শুধু রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চিন্তাই থাকতো। আসুন, এই প্রসঙ্গে একটি খুবই ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা লক্ষ্য করি:

সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর হলেন আশেকে আকবর

ইসলামের শুরুতে যখন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ৩৮ জনে পৌঁছল, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী

১. আশ-শিফা, আল-কিসমুস সানী, আল-বাবুল আউয়াল, ফাসলুন ফীমারভীয়া আনিস সালাফ ওয়াল আইম্মা, আল-জুযউস সানী, পৃ. ২২।

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি চাইলেন এবং পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন, যতক্ষণ না হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলাম প্রচারের অনুমতি প্রদান করলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ লোকদের উদ্দেশ্যে ইসলামের খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এভাবে তিনি আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে আহ্বানকারী প্রথম খতিব হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন। মক্কার মুশরিকরা যখন মুসলমানদের প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে দেখল, তখন তাদের রক্ত টগবগ করে উঠল এবং তারা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁদেরকে প্রহার করা শুরু করে দিল। সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-কেও অত্যন্ত (নির্মমভাবে) প্রহার করা হলো। এমনকি উতবা বিন রাবিয়া নামক এক দুষ্ট লোক তাঁর কাছে এসে তার অপবিত্র জুতো দিয়ে তাঁর মুবারক চেহারায় মারতে লাগল এবং তাঁর পেটের উপর চড়ে লাফালাফি করতে লাগল, এমনকি তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আঘাতের কারণে তাঁর চেহারা চেনা যাচ্ছিল না। যখন তাঁর গোত্র বনু তাইমের লোকেরা খবর পেল, তারা দৌড়ে আসল এবং তাঁকে মুশরিকদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল। তাঁর আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি হয়তো আর বাঁচবেন না। তাঁর পিতা আবু কুহাফা এবং বনু তাইমের লোকেরা খুবই চিন্তিত ছিল এবং ক্রমাগত তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিল। অবশেষে দিনের শেষ ভাগে তাঁর হুঁশ আসল। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার সাথে

www.dawateislami.net

সাথেই মুখ থেকে প্রথম যে বাক্যটি বের হলো তা হলো: "রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন আছেন?" তাঁর এই কথা শুনে গোত্রের অনেক লোক অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। তাঁর মা যখন কিছু খাওয়ার জন্য বলতেন, তখন তিনি শুধু একটি কথাই বলতেন: "রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন আছেন? আমাকে শুধু তাঁর খবর দিন।" যখন তিনি খবর পেলেন যে, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালো আছেন এবং দারে আরকামে অবস্থান করছেন, তখন তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু খাবোও না, পানও করবো না, যতক্ষণ না আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের চোখে দেখে নিবো।" যখন সবাই চলে গেল, তখন তাঁর মা এবং উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাব তাঁকে ভর দিয়ে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে গেলেন। যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আশিককে দেখলেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো এবং তিনি এগিয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু দিতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত সমস্ত মুসলমানগণ আবেগ আপ্লুত হয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসল। আঘাতে জর্জরিত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-কে দেখে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গভীর কষ্ট অনুভূত হলো। এতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আমি ঠিক আছি, শুধু চেহারাটা একটু আহত হয়েছে।"[১]

سُبْحَانَ الله! আশিকে আকবরের এই আত্মহারা ভাব, প্রাণোৎসর্গ এবং ইশকে রাসূলের এই অতুলনীয় দৃশ্য আসমান হয়তো আর

১. তারিখে মদীনাতে দামিশক, ৩০/৪৯, সংক্ষেপে।

www.dawateislami.net

কোথাও দেখেনি। এজন্যই তো দুনিয়া তাঁকে ইমামুল ইশক ওয়াল মুহাব্বাত (প্রেম ও ভালোবাসার ইমাম) বলে মানে। কিয়ামত পর্যন্ত যখনই রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আরবের ও অনারবের সম্রাট صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকদের কথা উঠবে, তখন সবার আগে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর নাম আসবে, যিনি তাঁর মাহবুব প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসায় নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন

সিদ্দিকের জন্য আল্লাহ ও রাসূলই যথেষ্ট

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-কে ইরশাদ করলেন যে, নিজেদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য সদকা করো। এই মহান নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য সদকা করলেন। হযরত সায়্যিদুনা উসমান যুন নূরাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দশ হাজার মুজাহিদের সরঞ্জাম দান করলেন এবং দশ হাজার দীনার খরচ করলেন। এছাড়াও নয়শত উট এবং একশ ঘোড়া সাজ-সরঞ্জামসহ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহবানে "লাব্বাইক" তথা হাযির বলে পেশ করলেন। যেমন

হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, আমার কাছেও সম্পদ ছিল। আমি ভাবলাম, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রতিবারই এসব ব্যাপারে আমার থেকে এগিয়ে যান, এবার আমি বেশি থেকে বেশি সম্পদ সদকা করে তাঁর থেকে এগিয়ে যাব। অতঃপর তিনি ঘরে গেলেন এবং ঘরের সমস্ত সম্পদ

www.dawateislami.net

একত্রিত করে তার দুটি ভাগ করলেন। একটি অংশ পরিবারের জন্য রেখে দিলেন এবং অন্য অংশটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করলেন।

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন: "হে উমর! পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?" তিনি আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অর্ধেক মাল পরিবারের জন্য রেখে এসেছি।" এমন সময় আশিকে আকবর, প্রিয় নবীর গুহার সাথী, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের মাল নিয়ে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এমনভাবে উপস্থিত হলেন যে, তিনি একটি খুব সাধারণ চাদর পরেছিলেন যার উপর বাবলা গাছের কাঁটার বোতাম লাগানো ছিল। আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দেখে খুব খুশি হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: "হে আবু বকর! পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?" ব্যস! মাহবুবের এই প্রশ্নটি যেন আশিকে সাদিকের হৃদয়কে ইশক ও মুহাব্বতের সৌরভে মাতিয়ে তুলল। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেলেন যে, ব্যাপারটি অন্য কিছু। কারণ মাহবুব তো জানেন যে, আমার আশিকে সাদিক তো সেই সময়েই নিজের জান, মাল, পরিবার, সন্তান সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছিল যখন মক্কায়ে মুকাররমায় সমর্থন করার কেউ ছিল না, বরং অধিকাংশ লোকই প্রাণের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। আর মাহবুবের কথা কেন বুঝবেন না, তিনি তো সেই আশিক ছিলেন যিনি সবসময় এই সুযোগের সন্ধানে থাকতেন যে, মাহবুব শুধু কিছু চাক! সবকিছুই তাঁর কদমে এনে কুরবান করে দিব:

www.dawateislami.net

কিয়া পেশ করে জানাঁ কিয়া চিয হামারী হে
ইয়ে দিল ভী তুমহারা হে ইয়ে জাঁ ভী তুমহারী হে

অনুবাদ: কী পেশ করি হে প্রিয়, কী আছে আমার? এই হৃদয়ও তোমার, এই প্রাণও তোমার।

তিনি তো সেই আশিকে সাদিক ছিলেন যিনি কখনো নিজের মালকে নিজের বলে মনেই করেননি, বরং যা কিছু তাঁর কাছে থাকতো তা মাহবুবের দান বলে মনে করতেন। আর কেনই বা মনে করবেন না, যখন:

মে তো মালিক হি কাহুঙ্গা কেহ হো মালিক কে হাবীব
ইয়ানী মাহবুবো মুহিব মে নেহী মেরা তেরা

অনুবাদ: আমি তো মালিকই বলব যে, তিনি মালিকের হাবীব, অর্থাৎ মাহবুব ও মুহিবের মধ্যে আমার-তোমার কোনো ভেদ নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেলেন যে মাহবুবের চাওয়াটা অন্য কিছু। সম্ভবত মাহবুব এটা বলতে চান যে, "হে আমার আশিক! আমি তো তোমার ইশক সম্পর্কে জানি, আজ দুনিয়াকে বলে দাও যে ইশক কাকে বলে।" ব্যস, তিনি ভালোবাসা-ভরা কণ্ঠে আরয করলেন: 'يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ' অর্থাৎ "হে আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এবং আমার ঘরের সমস্ত মাল নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি এবং পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট।" হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আমি কখনোই আবু বকর সিদ্দিকের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারব না।

www.dawateislami.net

পরওয়ানে কো চেরাগ তু বুলবুল কো ফুল ব্যস
সিদ্দিক কেলিয়ে হে খোদা আওর রাসূল ব্যস[১]

অনুবাদ: পতঙ্গের জন্য বাতি, বুলবুলের জন্য ফুলই যথেষ্ট, সিদ্দিকের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট।

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর ইশকে রাসূল

হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর মুবারক জীবনও ইশকে রাসূলের আলোয় আলোকিত দেখা যায়। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আসলাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কথা স্মরণ করতেন, তখন (ইশকে রাসূলে অধীর হয়ে) কাঁদতে শুরু করতেন আর বলতেন: "নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু, এতিমের জন্য পিতার মতো, বিধবা নারীর জন্য স্নেহময় অভিভাবকের মতো এবং মানুষের মধ্যে আন্তরিকভাবে সবচেয়ে সাহসী ছিলেন। তিনি ছিলেন উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, সুগন্ধময় এবং বংশ মর্যাদার দিক থেকে সকলের চেয়ে সম্মানিত। পূববর্তী ও পরবর্তী সকলের মধ্যে তাঁর মতো কেউ নেই।"[২]

হাতা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হলো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি নতুন জামা পরলেন, তারপর একটি ছুরি চাইলেন

১. ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ২৬৯ পৃ:।
২. জামউল জাওয়ামে', ১০/১৬, হাদিস: ৩৩।

www.dawateislami.net

এবং বললেন: "হে পুত্র! এর লম্বা হাতাগুলো ধরে টান দাও এবং আমার আঙুলগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, তার সামনের কাপড়টুকু কেটে দাও।" হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন, আমি যখন তা কাটলাম, তখন তা একেবারে সোজা হয়নি, বরং উঁচু-নিচু হয়েছিল। আমি আরয করলাম: "আব্বাজান! যদি কাঁচি দিয়ে কাটা হতো, তবে ভালো হতো না?" তিনি বললেন: "পুত্র! একে এভাবেই থাকতে দাও, কারণ আমি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবেই কাটতে দেখেছি। তাই আমিও ছুরি দিয়েই হাতা কেটেছি।" আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর হাতা কাটার পর তার অবস্থা এমন ছিল যে, কিছু সুতা বেরিয়ে এসে তাঁর কদম চুম্বন করতে থাকতো।[১]

বর্ণিত এই রেওয়ায়েতটি রাসূলের অনুসরণের পাশাপাশি ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অগাধ ভালোবাসাকেও প্রকাশ করছে। তিনি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্তা এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জিনিসকে ভালোবাসতেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর ওফাতও সেই শহরে হোক যেখানে তাঁর মাহবুব আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (আরাম) করছেন, যাতে ওফাতর পরেও তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়। একারণেই আপনি এই দোয়া করতেন: "اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ" (হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত নসীব করো এবং তোমার রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর শহরে আমার ওফাত দাও)।[২]

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম, কিতাবুল লিবাস, কান নাবিয়্যুল্লাহ... ইত্যাদি, ৫/২৭৫, হাদিস: ৭৪৯৮।
২. বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলিল মদীনা, বাব কারাহিয়াতিন নাবী... ইত্যাদি, ১/১২২, হাদিস: ১৮৯০।

www.dawateislami.net

এই দোয়া কবুল হয়েছিল এবং তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তিনি সাড়ে দশ বছর খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এমন এমন চমৎকার কাজ করেছেন যা আজও সমগ্র মানবজাতি স্মরণ করে। নিঃসন্দেহে এই সবকিছুই ছিল ইশকে রাসূলেরই ফয়যান। ইশক ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর জন্য সমস্ত পথ সহজ করে দিয়েছিল এবং বড় বড় যুদ্ধও ইশকের ফয়যানে জয়লাভ হয়েছিল।

জব ইশক সিখাতা হে আদাবে খুদ আগাহি
খুলতে হে গোলামো পে আসরারে শাহেনশাহী

অনুবাদ: যখন ইশক শেখায় আত্ম-সচেতনতার আদব, তখন গোলামদের উপর খুলে যায় শাহানশাহীর রহস্য।

মুনিবের আগে তাওয়াফ করেননি

হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও নিজের পুরো জীবন ইশকে রাসূলে ডুবে কাটিয়েছেন। একবার তো তিনি ইশক ও মুহাব্বতের এমন এক অদ্ভুত উদাহরণ স্থাপন করলেন যা বিশ্বকে বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। যেমন,

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূল করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان-এর সাথে ওমরা আদায়ের জন্য মক্কা মুকাররমার দিকে রওনা হলেন। যখন তিনি হুদায়বিয়া পৌঁছলেন, তখন কুরাইশরা তাঁর আগমনে ভীত হয়ে গেল। এমন পরিস্থিতিতে রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-কে কুরাইশদের কাছে পাঠালেন এবং বললেন যে, তাদের

www.dawateislami.net

গিয়ে বলো আমরা যুদ্ধ করতে নয়, বরং ওমরা আদায় করতে এসেছি। যখন তিনি মক্কায় পৌঁছলেন, তখন হুদায়বিয়ায় থাকা সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বলতে লাগলেন যে, উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ভাগ্যবান, তিনি বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এই কথা শুনে নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: "আমার মনে হয় না যে, আমরা এখানে থাকা অবস্থায় উসমান আমাদের ছাড়া তাওয়াফ করবে।" যখন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ মক্কা থেকে ফিরে আসলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞেস করলেন: "হে আবু আব্দুল্লাহ! (এটি উসমান গণীর কুনিয়াত ছিল) আপনি তো কাবার তাওয়াফের সৌভাগ্য লাভ করেছেন?" তখন সেই ইশক ও আনুগত্যের প্রতীক উত্তর দিলেন: "সেই সত্তার কসম, যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! যদি আমি পুরো এক বছর মক্কা মুকাররমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا -এ থাকতাম এবং হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হুদায়বিয়ায় থাকতেন, তাহলে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতাম না, যতক্ষণ না আপনি তাওয়াফ করে নিতেন। হ্যাঁ, কুরাইশরা আমাকে তাওয়াফ করার জন্য বলেছিল, কিন্তু আমি না করে দিয়েছিলাম।"[১]

سُبْحَانَ الله! আকা হলে এমন এবং গোলাম হলে এমন। নিঃসন্দেহে এটি হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-এর অগাধ ইশকে রাসূল ছিল যে, কাফেররা তাঁকে একা তাওয়াফ করার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন: "আমি এমনটা কখনোই করতে

১. দালায়িলুন নুবুওয়াহ, বাব ইরসালিন নাবী... ইত্যাদি, ৪/১৩৩-১৩৪, সংক্ষেপে।

www.dawateislami.net

পারি না যে, আমার প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগে তাওয়াফ করে নেব।" আর প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও নিজের বিশ্বস্ত আশিকের উপর পূর্ণ আস্থা ছিল যে, উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমাকে ছাড়া তাওয়াফ করবে না।

আক্বার নাম মুছব না

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার সময় হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم যে আত্মহারা ভঙ্গিতে প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিজের অগাধ ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন, তাও অতুলনীয়। সুতরাং যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমরের মধ্যে সন্ধির শর্তাবলীর উপর ঐক্যমত হলো, তখন তিনি চুক্তির দলিল লেখার জন্য হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم-কে ডাকলেন এবং বললেন: লেখো "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ"। ওই সময় সুহাইল বলল: "আমরা একে জানি না, আপনি 'بِاسْمِكَ اَللّٰهُم' লিখুন।" নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশে হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এই শব্দগুলোই লিখলেন। এরপর তিনি বললেন: লেখো: هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو অর্থাৎ এই শর্তাবলীর উপর আল্লাহ পাকের রাসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সুহাইল বিন আমরের সন্ধি হয়েছে। এর উপরও সুহাইল বলতে লাগল: "রাসূলুল্লাহ" শব্দটি লিখবেন না, কারণ যদি আমরা আপনার রিসালাতের উপর বিশ্বাস রাখতাম, তবে আমাদের এবং আপনার মধ্যে কোনো ঝগড়াই হতো না। আপনি এমন করুন যে, এর

www.dawateislami.net

পরিবর্তে শুধু আপনার এবং আপনার পিতার নাম লিখে দিন। রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার এই কথাও মেনে নিলেন এবং হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-কে বললেন: "রাসূলুল্লাহ" শব্দটি মুছে দাও। কিন্তু উৎসর্গিত হোন হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর ইশকে রাসূলের উপর, তিনি আরয করতে লাগলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মুবারক নাম কখনোই মুছতে পারব না।" অবশেষে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই "রাসূলুল্লাহ" এর জায়গায় "মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ" লিখে দিলেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন আপনারা যে, এই উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান তারকারা, যাদের আলোয় পুরো জগৎ আলোকিত, তাঁদের হৃদয় রাসূলের ভালোবাসায় কতটা উজ্জ্বল ছিল। ইশকে রাসূলের মাধুর্য তাদের শিরা-উপশিরায় এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তাদের কাছে মাহবুব আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তার চেয়ে প্রিয় আর কিছুই ছিল না। এই মহান ব্যক্তিরা ইশকে রাসূলে শুধু নিজেদের ধন-সম্পদই বিলিয়ে দিতেন না, বরং যুদ্ধের সময় নিজেদের প্রাণের পরোয়া না করে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুরক্ষার জন্য নিজেদের জীবন বাজি লাগিয়ে দিতেন এবং নিজেদের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাজুক শরীরের জন্য ঢাল হয়ে কাফেরদের তীরের আঘাত নিজেদের শরীরে সহ্য করে শাহাদাতের সুধা পান করতেন। হায়! আমরাও যদি সাহাবায়ে কেরামের মতো সুন্দর জীবনীর উপর আমল করে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকারের আশিক হয়ে যেতাম এবং তাঁর ভালোবাসায় তাঁর

১. আল-কামিল ফিত তারিখ, যিকর উমরাতিল হুদায়বিয়া, ২/৮৯, সংক্ষেপে।

www.dawateislami.net

সম্মানের উপর জান ও মাল উৎসর্গকারী হয়ে যেতাম। আসুন! উহুদের যুদ্ধের সেই রক্তক্ষয়ী ঘটনার পরিস্থিতি লক্ষ্য করি, যখন ইসলামের মহান মুজাহিদরা নিজেদের মাহবুব সত্তার সুরক্ষার জন্য নিজেদের প্রাণের নজরানা পেশ করছিলেন, ইশক তাদের পরীক্ষা করছিল এবং তারা বিশ্বস্ততার সাথে সফল হচ্ছিলেন।

উহুদ যুদ্ধের জানবাজ সাহাবীরা

সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর জানবাজি অনুভূতির প্রকাশ সবচেয়ে বেশি উহুদের যুদ্ধে হয়েছিল। এই যুদ্ধে এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে শুধু সাতজন আনসারী এবং দুজন কুরাইশী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় কাফেররা তাঁর উপর ঘেরাও আরো কঠিন করে দেয়। তিনি সেই আত্মত্যাগীদের উদ্দেশ্যে বললেন: "যে এই বদমাশদের আমাদের থেকে দূরে সরাবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।" একজন আনসারী সাহাবী তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসলেন এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তাঁর উপর কুরবান হয়ে গেলেন। এভাবে এক একজন করে সাহাবী তাঁর উপর নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে থাকেন, এমনকি একে একে সাতজন আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ শাহাদাতের সুধা পান করে নেন।[১]

হুসনে ইউসুফ পে কাটি মিসর মে আঙ্গুশতে যানাঁ
সার কাটাতে হে তেরে নাম পে মরদানে আরব[২]

১. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব গাযওয়াতি উহুদ, পৃ. ৯৮৯, হাদিস: ১৭৮৯, সংক্ষেপে।
২. হিদায়িকে বখশিশ, ৫৮ পৃ:।

www.dawateislami.net

অনুবাদ: ইউসুফের প্রেমে মিসরে নারীরা আঙুল কেটেছিল, আর আরবের পুরুষেরা তোমার নামে মাথা কাটায়।

এই সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان-এর মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা এবং হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদের জীবন বাজি রাখার সাথে সাথে বদ-আচরণকারী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার সামনে তাঁর তূণীর (তীরের থলে) ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন: "তীর নিক্ষেপ করো, আমার মা-বাবা তোমার উপর কুরবান হোক।"(১)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, উহুদের যুদ্ধে হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঢাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে আপাদমস্তক ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। সেদিন তো (তাঁর হাতে) দুই-তিনটি ধনুকও ভেঙে গিয়েছিল। যখন কোনো ব্যক্তি তীর ভর্তি তূণীর নিয়ে সেখান থেকে যেতেন (পার হতেন), তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলতেন: "এই তীরগুলো আবু তালহার সামনে ফেলে দাও।" হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, যখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘাড় উঁচু করে কাফেরদের দিকে দেখতেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করতেন: "আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান! ঘাড় উঁচু করে

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ইয হাম্মাত তায়িফাতান মিনকুম... ইত্যাদি, ৩/৩৭, হাদিস: ৪০৫৫।

www.dawateislami.net

দেখবেন না, যেন কোনো তীর না লেগে যায়। হুযুর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর উৎসর্গ হওয়ার জন্য খাদেমের গলা প্রস্তুত আছে।"[১] হযরত সায়্যিদুনা কায়েস বিন আবু হাযিম বলেন: আমি দেখেছি যে, উহুদের যুদ্ধে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিরক্ষা করতে করতে হযরত আবু তালহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল।[২]

এই যুদ্ধে হযরত সায়্যিদুনা শাম্মাস বিন উসমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর জানবাজির এই অবস্থা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডানে-বামে যেদিকেই চোখ তুলে তাকাতেন, তাকেই তরবারি হাতে উপস্থিত পেতেন। তিনি নিজেকে তাঁর ঢাল বানিয়ে রেখেছিলেন, এমনকি আঘাতে জর্জরিত হয়ে একদিন ও এক রাত পর শহীদ হয়ে যান।[৩]

ভালোবাসার কারণসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ইশক ও মুহাব্বত, তাযিম ও ভক্তি এবং জানবাজি অনুভূতির সাথে পরিপূর্ণ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর এই ঘটনাগুলো পড়ে নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জ্বলে ওঠে। মনে রাখবেন! মানুষের যদি কারো প্রতি ভালোবাসা হয়, তবে তা মাহবুবের কোনো বিশেষ গুণের কারণে হয় এবং সেই গুণ ও

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ইয হাম্মাত তায়িফাতান মিনকুম... ইত্যাদি, ৩/৩৮, হাদিস: ৪০৬৪।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ইয হাম্মাত তায়িফাতান মিনকুম... ইত্যাদি, ৩/৩৮, হাদিস: ৪০৬৩।
৩. আত-তাবাকাতুল কুবরা, তাযকিরায়ে শাম্মাস বিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, ৩/১৮৬, সংক্ষেপে।

www.dawateislami.net

আদর্শের কারণেই সে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারপর ধীরে ধীরে তার প্রেমে মগ্ন হয়ে যায়। নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা তো সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং অগণিত গুণের অধিকারী। আল্লাহ পাক তাঁকে সেই সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যার কারণে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তাই সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা তাঁর পবিত্র সত্তায় বিদ্যমান সমস্ত গুণ ও উত্তম স্বভাবের কারণেই ছিল। আসুন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই উচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে শুনি, যা আরবের মরুভূমির অধিবাসীদেরকে তাঁর দিওয়ানা বানিয়ে দিয়েছিল এবং সেইসাথে ভালোবাসার কিছু কারণও লক্ষ্য করি:

(১) সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতা

ভালোবাসার একটি কারণ হলো সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতা, আল্লাহ পাক হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যেমন চরিত্রের পূর্ণতায় সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সত্তার মধ্যে বিশিষ্ট করেছেন, তেমনি সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সত্তা সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতার এমন এক প্রতীক ছিল যে, যার দর্শনে মুমূর্ষু কলি ফুটে উঠত, বিষন্ন হৃদয় শান্তি পেত এবং চোখ শীতল হয়ে যেত। তাঁর সত্তা তো সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতার উৎস, চাঁদ ও সূর্যও তাঁর কাছ থেকে আলোর ভিখারী।

নূর কি খয়রাত লেনে দৌড়তে হে মাহর ও মাহ
উঠতী হে কিস শান সে গিরদে সুওয়ারী ওয়াহ ওয়াহ

www.dawateislami.net

অনুবাদ: নূরের খয়রাত নিতে ছুটে আসে সূর্য ও চাঁদ, কী শান নিয়ে ওঠে তাঁর সওয়ারীর ধুলো, চমৎকার!

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতাকে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর চেয়ে বেশি কে জানতে পারে, যারা প্রতিনিয়ত নবুয়তের সৌন্দর্যের জ্যোতি থেকে ফয়েয লাভ করতেন। আসুন, এই প্রসঙ্গে তিনটি উক্তি লক্ষ্য করি:

১. হযরত সায়্যিদুনা বারা' বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: كَانَ رَسُولُ اللهِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারায় এবং গঠনে সকল মানুষের চেয়ে বেশি সুন্দর ছিলেন।[১]

২. উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنًا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকলের চেয়ে সুন্দর চেহারা এবং উজ্জ্বল বর্ণের অধিকারী ছিলেন। তিনি আরও বলেন: لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قَطُّ إِلَّا شَبَّهَ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ অর্থাৎ, যখনই কেউ তাঁর বর্ণনা দিয়েছে, সে তাঁর চেহারাকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করেছে। وَكَانَ عَرَقُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلَ اللُّؤْلُو আর তাঁর মুবারক ঘাম তাঁর নুরানী চেহারায় মুক্তোর মতো মনে হতো।[২]

৩. হযরত সায়্যিদুনা কাব বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُمَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ অর্থাৎ, যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি হতেন, তখন তাঁর নূরানী চেহারা

১. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব সিফাতিন নাবী, ২/৪৮৭, হাদিস: ৩৫৪৯।
২. খাসায়েসুল কুবরা, বাবুল আয়াতি ফী আরকিহিশ শরীফ, ১/১১৫।

www.dawateislami.net

খুশিতে ঝলমল করত এবং মনে হতো যেন চাঁদের একটি টুকরো।[১]

ইয়ে জো মাহর ওয়া মাহ পে হে ইত্বলাক আতা নূর কা
ভীক তেরে নাম কি হে ইস্তিয়ারাহ নূর কা

অনুবাদ: এই যে সূর্য ও চাঁদের উপর নূরের প্রয়োগ হয়, তা তোমার নামেরই আলোর উপমা।

মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যে সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতাকে চাঁদ ও সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন, তা তাঁর সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতা ছিল না। যদি তাঁর সৌন্দর্যতা মানুষের সামনে প্রকাশ পেত, তবে চোখ তা দেখার শক্তি রাখত না। যেমন

আল্লামা যুরকানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ইমাম কুরতুবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه থেকে নকল করে বলেন: হুযুরে আকদস صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতা আমাদের উপর প্রকাশ পায়নি। যদি তাঁর সৌন্দর্যতা আমাদের উপর প্রকাশ পেত, তবে আমাদের চোখ সেই সুন্দর রূপ দেখার শক্তি রাখত না।[২]

এক ঝলক দেখনে কি তাব নেহী আলম কো
ওহ আগার জলোওয়া কারে কউন তামাশায়ী হো

অনুবাদ: এক ঝলক দেখার শক্তি নেই জগতের, তিনি যদি রূপ প্রকাশ করেন, তবে দর্শক কে হবে?

---

১. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব সিফাতিন নাবী, ২/৪৮৮, হাদিস: ৩৫৫৬।
২. যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, আল-মাকসিদুস সালিস, আল-ফাসলুল আউয়াল ফী কামালি খলকিহি... ইত্যাদি, ৫/২৪১।

www.dawateislami.net

(২) ইলম

ভালোবাসার একটি কারণ ইলমও বটে, কারণ মানুষ কারো জ্ঞানে প্রভাবিত হয়েও তার ভালোবাসায় অনুরাগী হয়ে যায় এবং তার জ্ঞানের চর্চা করতে করতে ক্লান্ত হয় না, প্রতিটি মজলিসে তার গুণগান করে। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তায় এই গুণটিও পূর্ণরূপে বিদ্যমান যে, আল্লাহ পাক তাঁকে "مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ" (যা হয়েছে এবং যা হবে) এর জ্ঞান দান করেছেন। অর্থাৎ যা ঘটে গেছে এবং যা ঘটবে, সবকিছুই তিনি ইলমে গাইবের মাধ্যমে জানেন। যেমন মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত: ১১৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না এবং আপনার উপর আল্লাহর মহান অনুগ্রহন রয়েছে।

এই আয়াতের অধীনে তাফসীরে খাযেনে তিনটি উক্তি উল্লেখিত রয়েছে:

(১) শরীয়তের আহকাম এবং দ্বীনের কথা শিখিয়েছেন।

(২) আপনাকে ইলমে গাইবের সেইসব কথা জানিয়েছেন যা আপনি জানতেন না।

(৩) আপনাকে গোপন বিষয় শিখিয়েছেন এবং অন্তরের রহস্য সম্পর্কে অবগত করেছেন এবং মুনাফিকদের প্রতারণা ও ছলনা সম্পর্কে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন।[১]

১. তাফসীরে খাযেন, পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১১৩ এর অধীনে, ১/৪২৯।

www.dawateislami.net

আরেকটি স্থানে রাসূলদেরকে ইলমে গাইব দান করার বিষয়ে ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আল্লাহর শান এ নয় যে, হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দিবে তবে আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: তো সেইসব মনোনীত রাসূলদেরকে গাইবের জ্ঞান দেন। আর সৈয়্যদুল আম্বিয়া, হাবীবে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ। এই আয়াত এবং এর মতো আরও অনেক আয়াত ও হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গাইবের জ্ঞান দান করেছেন এবং গাইবের ইলম তাঁর মুজিযা।

আওর কোয়ি গাইব কিয়া তুম সে নিহাঁ হো ভালা
জব না খোদা হি ছুপা তুম পে করোড়োঁ দুরুদ

অনুবাদ: আর কোনো গাইব কি তোমার কাছে গোপন আছে, হে প্রিয়?, যেখানে (স্বয়ং) খোদাই গোপন নন আপনার কাছে, আপনার উপর কোটি কোটি দরূদ।

(৩) দানশীলতা ও উদারতা

দানশীলতা ও উদারতাও ভালোবাসার একটি কারণ, কারণ এটি এমন এক গুণ, যেই মানুষের মধ্যেই তা পাওয়া যায়, লোকেরা

www.dawateislami.net

প্রভাবিত হয়ে তার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তার ভালোবাসার জাদুতে আত্মহারা হয়ে যায়। হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তায় দানশীলতা গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, বরং তিনি তো দানশীলতা ও উদারতার উৎস ছিলেন। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোনো আবেদনকারীকে ফিরিয়ে দেননি, যদিও সে যতই বড় জিনিসের আবেদন করুক না কেন।[১]

ওয়াহ কিয়া জুদ ও করম হে শাহে বাত্বহা তেরা
নেহী শুনতা হি নেহী মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা

অনুবাদ: কি অদ্ভুদ! কেমন দানশীলতা ও উদারতা, হে হে নবী তোমার! শোনেই না যে, "নেই", (শব্দটা) কোনো প্রার্থনাকারী তোমার!

হুযুরে আকদস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতা কোনো সাহায্যপ্রার্থীর আবেদনের উপর সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং না চাইতেও তিনি লোকদের এত বেশি সম্পদ দান করতেন যে, দানশীলতার দুনিয়ায় এর কোনো উদাহরণ মেলে না। তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু উমাইয়া বিন খালাফ নামক কাফেরের পুত্র সাফওয়ান বিন উমাইয়া যখন দরবারে হাযির হলো, তখন তিনি তাকে এত বেশি উট এবং ছাগলের পাল দান করলেন যে, দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী ময়দান ভরে গেল। অতঃপর সাফওয়ান মক্কায় গিয়ে চিৎকার করে নিজ গোত্রকে বলতে লাগল: "হে লোকেরা! ইসলামের আঁচলে চলে আসো, মুহাম্মদ

১. আশ-শিফা, ফাসলুন ওয়া আম্মাল জূদু ওয়াল কারাম... ইত্যাদি, ১/১১১।

www.dawateislami.net

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এত বেশি মাল দান করেন যে, দারিদ্র্যের কোনো আশঙ্কাই থাকে না।" এরপর সাফওয়ান নিজেও মুসলমান হয়ে গেল।[১]

ধারে চলতে হে আতা কে ওহ হে কতরাহ তেরা
তারে খিলতে হে সাখা কে ওহ হে যররাহ তেরা[২]

অনুবাদ: দানের ধারা বয়ে চলে, ওটা তোমারই এক ফোঁটা, উদারতায় তারা ফোটে, ওটা তোমারই এক কণা।

(৪) দুনিয়া বিমুখতা ও খোদাভীরুতা

দুনিয়া বিমুখতা ও তাকওয়ার কারণেও মানুষ সর্বসাধারণের প্রিয় হয়ে যায়। ইবাদত ও রিয়াযত, তাকওয়া ও পবিত্রতা, নেকি ও পরহেজগারীর চিহ্ন যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, লোকেরা তাকে পছন্দ করে। আর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সৈয়্যিদুল মুত্তাকীন (খোদাভীরুদের সর্দার)। তিনি সারাদিন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকার সাথে সাথে সারারাত কিয়ামে তথা দাঁড়িয়ে ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন, যার ফলে তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেত।

হযরত সায়্যিদুনা মুগীরা বিন শু'বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এত দীর্ঘ নামায আদায় করতেন যে, মুবারক কদমে ফোলা এসে যেত বা তাতে ক্ষত হয়ে যেত। আর যখন তাঁকে এই বিষয়ে আরয করা হতো (যে এত কষ্ট কিসের জন্য?), তখন তিনি বলতেন: "আমি কি আমার পালনকর্তার

১. বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব আস-সবরি আন মাহরিমিল্লাহ, ৪/২৩৯, হাদিস: ৬৪৭১।
২. হিদায়িকে বখশিশ, ১৫ পৃ:।

www.dawateislami.net

শোকরগুজার বান্দা হব না?" (১) এমনকি আল্লাহ পাক নিজেই পরম ভালোবাসায় ইরশাদ করেছেন:

طٰهٰ ۚ﴿۱﴾ مَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡکَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰۤی ﴿۲﴾

(পারা ১৬, ত্ব-হা, আয়াত: ১-২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ত্ব-হা, হে মাহবুব! আমি আপনার উপর এই কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি ক্লেশে পড়বেন।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ এই আয়াতে কারীমার শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইবাদতে অনেক মেহনত করতেন এবং পুরো রাত কিয়ামে কাটাতেন, এমনকি কদম মুবারক ফুলে যেত। এর উপর এই আয়াতে কারীমা নাযিল হয় এবং জিবরাঈল عَلَیۡهِ السَّلَام উপস্থিত হয়ে আল্লাহ পাকের হুকুমে আরয করেন যে, নিজের পবিত্র নফসকে কিছু বিশ্রাম দিন, এরও হক রয়েছে।

লুতফে বেইদারী শব পে বে হদ দুরুদ
আলমে খাবে রাহাত পে লাখো সালাম[১]

অনুবাদ: রাত্রি জাগরণের স্পৃহার প্রতি অগণিত দরূদ, বিশ্রামের নিদ্রা জগতের উপর লাখো সালাম

(৫) স্নেহ ও দয়ার্দ্রতা

স্নেহ ও অনুগ্রহ মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করার একটি কারণ। দয়া প্রত্যেক দুঃখী ব্যক্তির জন্য সান্ত্বনা এবং প্রত্যেক ভগ্ন

১. হিদায়িকে বখশিশ, ৩০৭ পৃ:।

www.dawateislami.net

হৃদয়ের ক্ষতের জন্য মলম হয়। একারণে দয়ালু মানুষ জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। আর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সমস্ত জাহানের জন্য রহমত এবং সকল মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্যে থেকে ওই রাসূল যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

আরেকটি স্থানে আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুবের কোমলতার কথা উল্লেখ করে বলেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর কেমনই আল্লাহর কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহবুব! আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন আর যদি আপনি রুঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তবে নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে যেতো সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য সুপারিশ করুন।

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু মানুষের প্রতিই দয়া ও করুণা করতেন না, বরং তিনি পশু-পাখিদের প্রতিও

www.dawateislami.net

অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন, কারণ তিনি সমস্ত জাহানের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন। যেমন,

একবার হুযুরে আকদস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন আনসারীর বাগানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি উট ছিল। যখন সে তাঁকে দেখল, তখন সে হঠাৎ করে কাঁদতে লাগল এবং তার দুই চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেল। রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছে গিয়ে তার মাথায় এবং কানের পাশে স্বীয় মমতার হাত বুলিয়ে দিলেন, তখন সে শান্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "এই উটের মালিক কে? এটা কার উট?" তখন একজন আনসারী এসে আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা আমার।" তিনি বললেন: "তুমি কি এই পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করো না, যাদের মালিক তিনি তোমাকে বানিয়েছেন? এই উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখো এবং তার শক্তির চেয়ে বেশি কাজ নাও।"[১]

জিস কি তাসকীঁ সে রোতে হুয়ে হাস পড়েঁ
উস তাবাসসুম কি আদাত পে লাখো সালাম[২]

(৬) উত্তম চরিত্র

ভালোবাসার অন্যান্য কারণের মতো উত্তম চরিত্রও এমন এক সুন্দর গুণ যা মানুষের হৃদয় জয় করে নেয়। মানুষ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে অন্যান্য মানুষদেরকে নিজের দিওয়ানা বানিয়ে নেয়, এমনকি

১. আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব মা ইউ'মারু বিহি মিনাল কিয়াম... ইত্যাদি, ৩/৩২, হাদিস: ২৫৪৯।
২. হাদায়িকে বখশিশ, ৩০৩ পৃ:।

www.dawateislami.net

অনেক সময় শত্রুও মানুষের সুন্দর চরিত্রের প্রতি প্রভাবিত হয়ে গভীর বন্ধুতে পরিণত হয়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তায় এত বেশি উত্তম চরিত্র বিদ্যমান ছিল যে, কুরআনে করীম তাঁর মহান চরিত্রকে এই শব্দগুলোতে বর্ণনা করেছে:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

(পারা ২৯, সূরা কলাম, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র হলো কুরআন। হাদিস শরীফে রয়েছে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর কার্যাবলীর পূর্ণতা ও সম্পূর্ণতার জন্য প্রেরিত করেছেন।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না তো অশ্লীলভাষী ছিলেন আর না তো খারাপ কথা বলতেন এবং বলতেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।"[১]

তেরে খুলক কো হক নে আযিম কাহা, তেরি খিলক কো হক নে জামিল কিয়া।
কোয়ি তুঝ সা হুয়া হে না হোগা শাহা, তেরে খালিকে হুসনো আদা কি কসম![২]

১. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব সিফাতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, ২/৪৮৯, হাদিস: ৩৫৫৯।
২. হাদায়িকে বখশিশ, ৮০ পৃ:।

www.dawateislami.net

অনুবাদ: সৃষ্টিকর্তা তোমার আখলাককে আযিম বলেছেন এবং তোমার গঠনকে সুন্দর করেছেন কাজেই হে বাদশাহ কেউ তোমার মতো হয়নি আর হবেও না, তোমার সৌন্দর্য্যতার শপথ করে বলছি

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তায় সেই সমস্ত গুণ এবং সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতা বিদ্যমান রয়েছে, যার কারণে ভালোবাসা হয়। এজন্যই তো রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি কণা তাঁর ভালোবাসার সৌরভে সুবাসিত। জ্বিন ও মানব, গাছ ও পাথর, উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলেই তাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ এবং পুরো বিশ্ব তাঁরই ভালোবাসার আলোয় আলোকিত।

ভালোবাসার আলামত

মনে রাখবেন, যেভাবে ভালোবাসার কিছু কারণ থাকে যা হৃদয়ে প্রবেশ করে প্রিয়জনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে, ঠিক সেভাবেই ভালোবাসার কিছু আলামতও থাকে, যা একজন সত্যবাদী প্রেমিকের ইশক ও মুহাব্বতের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। এছাড়াও সেই আলামতগুলো দেখে অন্যদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, সত্যিই এই ব্যক্তি অমুককে অত্যন্ত ভালোবাসে। যেমন, ভালোবাসাকারী প্রতিটি ব্যাপারে নিজের মাহবুবের আনুগত্য করে, সবসময় তার স্মরণে নিজের জিহ্বাকে সতেজ রাখে, তার পছন্দকে আপন করে নেয় এবং যে জিনিস তার অপছন্দ তা থেকে দূরে থাকে ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমান হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

প্রতি অগাধ ভালোবাসার দাবিদার। কিন্তু মনে রাখবেন! এই দাবি তখনই সত্য বলে মানা যাবে যখন ভালোবাসার আলামতগুলোও পাওয়া যাবে। তাই আমাদের ভালোবাসার দাবির পাশাপাশি এটাও চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের মধ্যে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসার এই আলামতগুলো কি বিদ্যমান আছে, নাকি আমাদের ভালোবাসা শুধু দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

(১) আনুগত্য ও অনুসরণ

ভালোবাসার প্রথম আলামত হলো মাহবুবের আনুগত্য ও অনুসরণ। এজন্য প্রত্যেক উম্মতীর উপর হক যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে কাজের হুকুম দিয়েছেন তার উপর আমলকারী হওয়া এবং এর বিন্দুমাত্র বিরোধিতার কল্পনাও মনে আনবে না। রাসূলের অনুসরণের দাবি হলো, প্রত্যেক মুসলমান হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতগুলোর উপর আমল করে জীবনযাপন করবে। নিঃসন্দেহে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবন আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত: ২১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর অনুসরণই উত্তম।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতের অধীনে বলেন: তাঁর ভালোভাবে অনুসরণ করো এবং দ্বীনে ইলাহীর সাহায্য করো এবং

www.dawateislami.net

রাসূল করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ ত্যাগ করো না এবং রাসূল করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতগুলোর উপর চলো, এটাই উত্তম।

আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের জন্য এমন লোকদেরকে পুরস্কারস্বরূপ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাহচর্য দান করা হবে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত: ৬৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মান্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন-অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এরা কতই উত্তম সঙ্গী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ও আদেশ পালনের জন্য সাহাবায়ে কেরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان (কর্মপন্থা) গ্রহণ করা উচিত। কারণ নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সর্বোত্তম নমুনা নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-ই। এই মহান ব্যক্তিরা আনুগত্যের কোন উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেটার ধারণা এই রেওয়ায়েত থেকে করুন:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে সোনার আংটি পরে আছে। তিনি তার হাত থেকে আংটিটি

www.dawateislami.net

খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায় যে আগুনের অঙ্গার নিজের হাতে রাখুক?" হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চলে যাওয়ার পর লোকেরা সেই ব্যক্তিকে বলল: "তুমি তোমার আংটি তুলে নাও এবং (তা বিক্রি করে) তা থেকে লাভবান হও।" তখন সে উত্তর দিল: "আল্লাহ পাকের শপথ! যেখানে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আংটি ফেলে দিয়েছেন, সেখানে আমি এই আংটি আর কখনোই তুলব না।"[১]

রাসূলের অনুসরণ আর আমীরে আহলে সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উৎসর্গ হয়ে যান রাসূলের আনুগত্যের এমন অতুলনীয় অনুভূতির উপর, যা শুধু ঈর্ষণীয় নয়, বরং অনুকরণীয়ও, মনে রাখবেন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসার জন্য তাঁর অনুসরণ অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং, যদি আমরা চাই যে, আমাদেরও হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকারের ভালোবাসা নসীব হোক, তবে আমাদের উচিত এমন কোনো প্রকৃত আশিকের সাহচর্য গ্রহণ করা, যিনি শুধু নিজেই সুন্নাতের প্রতীক নন, বরং আমাদেরকেও সুন্নাতের পথে চালিয়ে প্রেমের মঞ্জিলে পৌঁছে দিবেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমান যুগে শাইখে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর সত্তায় রাসূলের অনুসরণ এবং সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করার যে মহান অনুভূতি রয়েছে, তা অতুলনীয়। তিনি শুধু নিজেই সুন্নতের

১. মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল লিবাস, বাবুল খাতাম, ২/৪৮১, হাদিস: ৪৩৮৫।

www.dawateislami.net

উপর আমল করেন না, বরং অন্যান্য মুসলমানদেরকেও সুন্নাতের অলংকার দ্বারা সজ্জিত করার জন্য সর্বক্ষণ কর্মে নিয়োজিত থাকেন। একারণেই সুন্নাতের ঢাঁচে আপাদমস্তক ঢালাই করা তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রভাবিত হয়েছে এবং এর ফলে মাথায় পাগড়ির তাজ, চেহারায় দাড়ি এবং শরীরে সুন্নাতে ভরা পোশাক সাজিয়ে শুধু আশিকানে রাসূলের সারিতেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি, বরং নামায, রোযা এবং শরীয়তের আহকামের অনুসারীও হয়ে গেছে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাঝে মাঝে এমন এমন সুন্নাতের উপর আমল করে ফেলেন যে, দর্শকরা অবাক হয়ে যায়। যেমন, দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশিত ৮৮ পৃষ্ঠার কিতাব "আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিচিতি" -এর ৩৮ নম্বর পৃষ্ঠায় আছে: তিনি সুন্নাতের অনুসরণের নিয়তে কখনো মেঝেতে শুয়ে যান, আবার কখনো চাটাইয়ের উপর। তিনি তাঁর শোয়ার জন্য না তো নিজের ঘরে কোনো গদি রেখেছেন, না তো পালঙ্ক। তবে যখন কারো ঘরে তাশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে শোয়ার সুযোগ হয়, তখন আয়োজক যে ধরনের বিছানা উপস্থাপন করে, তার উপরেই আরাম করেন। এতেও সুন্নাতের অনুসরণেরই প্রকাশ রয়েছে, কারণ হাদিসে পাকে এসেছে যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো বিছানায় ত্রুটি ধরেননি।[১]

মোটকথা, তাঁর দিন-রাতের নিয়মিত কার্যাবলীতে রাসূলের অনুসরণেরই ঝলক নজরে আসে, যা নিঃসন্দেহে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও প্রেমের প্রমাণ। আল্লাহ

১. ওয়াসায়েলুল উসূল, আল-বাবুস সালিস, আল-ফাসলুস সানী ফী সিফাতি ফিরাশিহি... ইত্যাদি, ১২৩ পৃ:।

www.dawateislami.net

পাক তাঁর উসিলায় আমাদেরকেও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এমন সত্যিকারের ভালোবাসা ও তাঁর আনুগত্য নসীব করুক। আমীন

(২) সম্মান ও মর্যাদা

ভালোবাসার একটি বড় আলামত হলো মাহবুবকে তা'যীম ও সম্মান করা। এটা শুধু ভালোবাসার আলামতই নয়, বরং এর জন্য অপরিহার্য অংশও, যা ছাড়া ভালোবাসার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। একারণেই যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে, সে নিজেও তাকে সম্মান করে এবং অন্যদের কাছ থেকেও একই প্রত্যাশা রাখে। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি তার মাহবুবের অসম্মান ও অপমান করে বসে, তবে সে অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এটা তো সাধারণ মাহবুবের কথা, অথচ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো কায়িনাতের সাথে সাথে পুরো কায়িনাতের মালিক স্বয়ং আল্লাহ পাকেরও মাহবুব। একারণেই তাঁকে তা'যীম ও সম্মান করার হুকুম স্বয়ং আল্লাহ পাক দিয়েছেন। যেমন, ইরশাদ হয়েছে:

وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত: ৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো।

আরেকটি স্থানে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, তবে এটা হচ্ছে অন্তরগুলোর পরহেযগারীর লক্ষণ।

www.dawateislami.net

ফকিহে মিল্লাত হযরত মুফতি জালালুদ্দীন আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব "তা'যীমে নবী" এর ১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় এই আয়াতের অধীনে বলেন: যার অন্তরে তাকওয়া ও পরহেজগারী থাকবে, সে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহের সম্মান করবে। আর আল্লাহর নিদর্শন-এর অর্থ হলো "আল্লাহ পাকের দ্বীনের নিদর্শনসমূহ"। আর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দ্বীনের নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাই তিনি সমস্ত নিদর্শনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানের যোগ্য। আর এই আয়াতে মুবারাকায় এই কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে লোকগুলো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানকে অস্বীকার করে, তারা যদিও বাহ্যিকভাবে ভালো মনে হোক না কেন, তাদের অন্তর তাকওয়া ও পরহেজগারী থেকে খালি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সম্মান শুধু জীবেরাই নয়, গাছ, পাহাড় ইত্যাদি নির্জীব বস্তুও করে। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, আমি একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মক্কায়ে মুকাররমায় একপাশে বের হলাম, তখন আমি দেখলাম যে, যে গাছ বা পাহাড়ই সামনে আসছিল, তা থেকে 'اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله' (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর সালাম) এর আওয়াজ আসছিল।[১] এভাবেই উহুদ পাহাড় সম্পর্কে তো স্বয়ং নবীয়ে পাক

১. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাব মা জা'আ ফী আয়াত ইসবাতিন নবুওয়াহ... ইত্যাদি, ৫/৩৫৯, হাদিস: ৩৬৪৬।

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ রয়েছে: : هٰذَا أُحُدٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (এই উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি)।[১]

(৩) অধিক পরিমাণে যিকির

ভালোবাসার আলামতগুলোর মধ্যে একটি আলামত এটাও যে, বান্দা যাকে ভালোবাসে, কথায় কথায় তাকে স্মরণ করে, কারণ সে মাহবুবের আলোচনা থেকে আনন্দ পায়। এক রেওয়ায়েতে আছে: مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ، অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে, সে তার আলোচনা অধিক পরিমাণে করে।[২] যেহেতু আমাদের ইশক ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা, তাই আমাদের উচিত অধিক পরিমাণে তাঁকে স্মরণ করা। রাসূলের স্মরণ সেই বরকতময় আমল যাতে প্রেমিকদের অন্তরের প্রশান্তিও রয়েছে, ভালোবাসার প্রকাশও রয়েছে এবং নেকীর ভান্ডারও রয়েছে। এর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, দুই জাহানের মাহবুব, সমগ্র সৃষ্টিজগতের সর্দার, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার উপর বেশি থেকে বেশি দরূদ ও সালাম পাঠ করা।

মুহাক্কিক আলাল ইতলাক হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন কোনো মুমিন বান্দা একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তখন আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করেন, (দশটি গুনাহ মাফ করেন), দশটি

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ৮৩, ৩/১৫০, হাদিস: ৪৪২২।
২. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, আল-বাবুল আউয়াল ফীয যিকরি ওয়া ফাযীলাতিহি, ১/২১৭, হাদিস: ১৮২৫।

www.dawateislami.net

মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, দশটি নেকি দান করেন, দশজন গোলাম আজাদ করার সাওয়াব দান করেন এবং দশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাওয়াব দান করেন। দরুদ শরীফ দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম, এটি পাঠ করলে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর নৈকট্য জান্নাতের দরজায় অর্জিত হবে। দরুদ শরীফ সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য এবং সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। দরুদ শরীফ গুনাহের কাফফারা, সদকার স্থলাভিষিক্ত, বরং সদকার চেয়েও উত্তম।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই এটা কত বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা গুনাহগারদের আঁচল সেই প্রিয় হাবীবের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, যাঁর পবিত্র সত্তা তো বটেই, এমনকি তাঁর যিকরও দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের সমষ্টি। সেই ব্যক্তির সৌভাগ্যের কোনো সীমা নেই, যার অন্তর মুস্তাফার স্মরণে এবং জিহ্বা মুস্তফার যিকরে ব্যস্ত থাকে এবং প্রিয় হাবীবের যিকরের স্বাদ তাকে দুনিয়ার সমস্ত ভালোবাসা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।

না গরয কিসি সে না ওয়াস্তা, মুঝে কাম আপনে হি কাম সে
তেরে যিকির সে তেরি ফিকর সে তেরি ইয়াদ সে তেরে নাম সে

অনুবাদ: আমার কারো কাছে কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো সম্পর্ক নেই, আমার কাজ শুধু আমার কাজ নিয়েই। তোমার যিকর, তোমার চিন্তা, তোমার স্মরণ আর তোমার নাম নিয়েই।

১. জযবুল কুলুব, ২২৯ পৃ:।

www.dawateislami.net

(৪) দীদারের আকাঙ্ক্ষা

ভালোবাসার একটি লক্ষণ হলো প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। প্রেমিক চায় যে, তার প্রিয়জন সবসময় তার চোখের সামনে থাকুক এবং এক মুহূর্তের জন্যও তার থেকে আলাদা না হোক। এটাই হলো আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রেমিকদের অবস্থা। তাদের চোখ প্রত্যেক মুহূর্তে প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। এমন কোনো রাসূল প্রেমিক নেই যার অন্তরে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা না জাগে। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان -ও সবসময় প্রিয় হাবীবের সৌন্দর্য দেখে নিজেদের চোখকে শীতল করতেন, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, চেহারায়ে মুস্তফার এক ঝলক তাদের অন্তরে হাজারো আনন্দ ছড়িয়ে দিত।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাক্ষাতের সময়কার নিজের অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَدَّتْ عَيْنِي অর্থাৎ যখন আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাক্ষাৎ লাভ করি, তখন আমার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে এবং আমার চোখ শীতল হয়ে যায়।[১]

সত্যিই এটা এক বাস্তবতা যে, যখন একজন সত্যিকারের প্রেমিক তার প্রিয়জনের সাক্ষাৎ লাভ করে, তখন তার অস্থিরতা শান্তিতে পরিণত হয়। কারণ তার অন্তরের প্রশান্তি প্রিয়জনের সাক্ষাতের মধ্যেই নিহিত থাকে, যেমন:

১. মুসনদে ইমাম আহমদ, ৩/১৫১, হাদিস: ৭৯৩৭।

www.dawateislami.net

এক ব্যক্তি, যিনি সৃষ্টিজগতের প্রাণ, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে এমনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন যে, চোখের পলকও ফেলতেন না। দয়ালু ও করুণাময় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন: এভাবে দেখার কারণ কী? আরয করলেন: ইয়া সায়্যিদি! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক! আমি আপনার নূরানী চেহারার সাক্ষাৎ দ্বারা আনন্দ উপভোগ করি।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) প্রিয়জনের বন্ধুদের সাথে ভালোবাসা

ভালোবাসার একটি আলামত হলো, প্রেমিক তার প্রিয়জনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জিনিসকে ভালোবাসে, আর তার অন্তরে প্রিয়জনের বন্ধু এবং তার পরিবারের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। সুতরাং কোনো মুসলমান যদি মহানবী, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রতি অগাধ ভালোবাসার দাবি করে, কিন্তু তাঁর আহলে বাইত (পরিবার) ও আসহাব (সাহাবী)-দের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে সে তার ভালোবাসার দাবিতে শুধু মিথ্যাবাদীই নয়, বরং জাহান্নামেরও হকদার। কারণ দয়ালু ও করুণাময় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان -এর প্রতি ভালোবাসা রাখার ফযিলত এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখার বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আসুন এ বিষয়ে ৩টি বর্ণনা লক্ষ্য করি:

১. শিফা, আল ফাসলুস সানী ফি সাওয়াবি মুহাব্বাতিহি, ২/২০।

www.dawateislami.net

১. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, দয়ার নবী, উম্মতের শাফায়াতকারী প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"আমার পরে তাদেরকে (তোমাদের) সমালোচনার পাত্র বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসলো, সে আমার ভালোবাসার খাতিরেই তাদেরকে ভালোবাসলো। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই এমন করলো। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল, অচিরেই তিনি তাকে পাকড়াও করবেন।"[১]

২. হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنۡ أَحۡسَنَ الۡقَوۡلَ فِيۡ أَصۡحَابِيۡ فَقَدۡ بَرِيَّ من النفاق যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদের ব্যাপারে উত্তম কথা বলল, সে মুনাফেকি থেকে মুক্ত হলো, وَمَنۡ أَسَاءَ الۡقَوۡلَ فِيۡ أَصۡحَابِيۡ كَانَ مُخَالِفًا لِسُنَّتِيۡ আর যে আমার সাহাবীদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলল, সে আমার তরিকা থেকে বিচ্যুত হলো, وَمَأۡوَاهُ النَّارُ وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ তার ঠিকানা আগুন এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"[২]

১. তিরমিযি কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফি সাব্বি আসহাবিন নবী, ৫/৪৬৩, হাদিস: ৩৮৮৮।
২. আর রিয়াযুন নাদ্বরা, যিকরু মা জাআ ফিল হাচ্ছি হাবহুমুল ইহসান ইলাইহিম, ১/২২।

www.dawateislami.net

৩. নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসনাইন করীমাঈন (ইমাম হাসান ও হুসাইন) رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا -এর হাত ধরে বললেন: "যে ব্যক্তি আমাকে, এই দু'জনকে এবং এদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসবে, সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।"[১]

আহলে সুন্নাত কা হ্যায় বেড়া পার, আসহাবে হুযুর
নাজম হ্যায়, অর না'ও হ্যায় ইতরত রাসূলুল্লাহ কী

অনুবাদ: আহলে সুন্নাতের তরী পার হবে, কারণ হুযুরের সাহাবীরা হলেন তারকা, আর রাসূলুল্লাহর পরিবারবর্গ হলেন নৌকা।

সাদাতে কেরামের প্রতি ভক্তির কারণ

মনে রাখতে হবে যে, সাহাবা ও আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ছাড়াও সাদাতে কেরামও (সৈয়দ বংশের ব্যক্তিবর্গ) আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাথে বংশীয় সম্পর্ক এবং তাঁর অংশ হওয়ার কারণে সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য। যেমন আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠায় বলেন: "সুন্নী মাযহাবের অনুসারীদের সৈয়্যদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। সাদাতে কেরামের বংশের সর্বোচ্চ চূড়া হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌঁছেছে (অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষ হলেন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। এই সম্মানিত বংশীয় সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুত্তাকি (খোদাভীরু) ব্যক্তির উপরও ফরয।

১. মুসনদে ইমাম আহমদ, মিন মুসনদি আলী আবি তালিব, ১/১৬৮, হাদিস: ৫৭৬।

www.dawateislami.net

কারণ সে ওই (সৈয়্যদ সাহেব)-এর সম্মান করছে না, বরং স্বয়ং হুযুরে আকদস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সম্মান করছে।" এছাড়াও ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৯তম খণ্ডের ৫৮৭ পৃষ্ঠায় তিনি সৈয়্যদ বংশের সন্তানদের প্রতি নিজের ব্যক্তিগত ভক্তি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রকাশ করে বলেন: "এই অধম ফকির, আল্লাহ পাকের প্রশংসায়, হযরত সাদাতে কেরামের একজন নগণ্য গোলাম ও পদধূলি, তাদের ভালোবাসা ও সম্মানকে আমি নাজাত ও শাফায়াতের মাধ্যম বলে জানি।"

তেরী নসলে পাক মে হ্যায় বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হ্যায় আইনে নূর, তেরা সব ঘরানা নূর কা
অনুবাদ: আপনার পবিত্র বংশের প্রতিটি শিশু নূরের
আপনি নিজেই নূর, আপনার পুরো পরিবারই নূরের।

সাদাতের জন্য দ্বিগুণ অংশ

আলা হযরতের খলিফা, মালিকুল ওলামা, হযরত আল্লামা মাওলানা যফরুদ্দীন মুহাদ্দিসে বিহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর সাদাতে কেরামের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: হুযুর (আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)-এর এখানে মিলাদ শরীফের মজলিসে সাদাতে কেরামদেরকে অন্যান্য লোকদের তুলনায় দ্বিগুণ মিষ্টি বিতরণ করা হতো এবং পরিবারের সদস্যরাও এর অনুসরণ করতেন। এক বছর রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে ভিড়ের মধ্যে সৈয়্যদ মাহমুদ খান সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর ঘরে ভুলবশত একগুণ অংশ অর্থাৎ দুটির

www.dawateislami.net

পরিবর্তে এক থালা মিষ্টি পৌঁছে দেওয়া হয়। তিনি চুপচাপ সেই অংশ নিয়ে সরাসরি হুযুরের খিদমতে হাযির হন এবং আরয করেন যে, হুযুরের এখান থেকে আজ আমাকে সাধারণ অংশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, "সৈয়্যদ সাহেব, বসুন।" এবং বিতরণকারীকে তৎক্ষণাৎ ডাকা হলো, অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তিনি বললেন, "এখনই একটি সিন্নিতে (বড় থালা) যতগুলো অংশ রাখা যায়, ততগুলো ভরে নিয়ে এসো।" সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ পালন করা হলো, সৈয়্যদ সাহেব আরযও করলেন যে, হুযুর আমার এটা উদ্দেশ্য ছিল না, হ্যাঁ, তবে অন্তরে অবশ্যই কষ্ট হয়েছিল যা আমি সহ্য করতে পারিনি। তিনি বললেন, "সৈয়্যদ সাহেব! এই মিষ্টি তো আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে, নইলে আমার খুব কষ্ট হবে।" এবং মিষ্টি বিতরণকারীকে বললেন যে, একজন লোককে সৈয়্যদ সাহেবের সাথে দিয়ে দাও, যে এই খাবারের থালাটি তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে। তারা তৎক্ষণাৎ তা পালন করলো।[১]

নিঃসন্দেহে একজন সৈয়্যদ বংশের ব্যক্তির প্রতি এই সম্মান ও মর্যাদা দেখে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর ইশক্বে রাসূলের গভীরতা অনুমান করা যায়। এটি তো তাঁর ইশক্বে রাসূলের একটি ছোট্ট ঝলক মাত্র, অন্যথায় তিনি ইশক্বে রাসূলে ডুবে থেকে বদমাযহাব ও রাসূলের অবমাননাকারীদের দমনের জন্য নিজের কলমের জোরে যে জিহাদ করেছেন এবং যা কিছু লিখেছেন, তার প্রতিটি শব্দ রাসূলের ভালোবাসায় সিক্ত দেখা যায়। আর বাস্তবতা হলো, আলা হযরত

১. হায়াতে আলা হযরত, ১/১৮২।

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর ইশক্বে রাসূলের সমস্ত দিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি একদিকে যেমন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর প্রশংসায় "হাদায়িকে বখশিশ"-এর মতো সুন্দর নাতের দিওয়ান লিখেছেন, তেমনি অন্যদিকে নিজের জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র থেকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর শানে বিন্দু পরিমাণ বিয়াদবির দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে নিজের মাহবুবের প্রতিরক্ষা করেছেন। কখনও "আদ-দাওলাতুল মাক্কিয়্যা বিল মাদ্দাতিল গাইবিয়্যা"-এর মতো কিতাব লিখে রবের আদেশে গায়েবের খবর প্রদানকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শান ও মহত্বের চর্চা করেছেন, আবার কখনও "তামহীদুল ঈমান" ও "হুসসামুল হারামাইন"-এর মতো কিতাব লিখে রাসূলের অবমাননাকারীদের ওপর বজ্রপাত ঘটিয়েছেন এবং তাদের মূলোৎপাটন করেছেন। মোটকথা, তাঁর জীবন ইশক্বে রাসূলের এমন এক প্রদীপ, যার আলোতে রাসূল প্রেমিকরা সর্বদা ইশক্ ও মহব্বতের পথ অতিক্রম করতে থাকবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) প্রিয়জনের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা

যেমনিভাবে প্রিয়জনের বন্ধুদের সাথে ভালোবাসা রাখা ভালোবাসার আলামত, তেমনি তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা রাখা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাও ভালোবাসার একটি স্পষ্ট নিদর্শন। এমন হতে পারে না যে, কোনো ব্যক্তি কারো সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখবে আর তার শত্রুদেরও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। আর এটা তো সাধারণ দুনিয়াবী ভালোবাসার আলামত। কিন্তু যেখানে

www.dawateislami.net

সেই মুমিন বান্দার সম্পর্ক, যার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হলেন আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সত্তা, সেখানে তো তাঁর শান এটাই বয়ান করা হয়েছে যে, সে এমন লোকদের সাথে কখনোই বন্ধুত্ব করবে না যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর আহকামের বিরোধিতা করে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِیْرَتَهُمْ

(পারা ২৮, সূরা মুজাদালা, আয়াত: ২২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি পাবেন না ওইসব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখে ওইসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র, অথবা ভাই কিংবা নিজ জ্ঞাতি-গোত্রের লোক হয়।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের অধীনে বলেন যে, মুমিনদের দ্বারা এটা হতেই পারে না এবং এটা তাদের শানের পরিপন্থী। ঈমান এটা কখনোই পছন্দ করে না যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তিনি আরও বলেন: এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, বেদ্বীনদের এবং বদমাযহাব, এবং আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর শানে অবমাননা ও বিয়াদবি কারীদের প্রতি ভালোবাসা রাখা ও তাদের সাথে মেলামেশা করা

www.dawateislami.net

জায়িয নেই। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উহুদের যুদ্ধে নিজের পিতাকে হত্যা করেছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বদরের দিন নিজের পুত্র আব্দুর রহমানকে (যুদ্ধের জন্য) আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু রাসূল করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে এই যুদ্ধের অনুমতি দেননি। আর মুসআব ইবনে উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগিরাকে বদরের দিন হত্যা করেছিলেন। এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হামযা ও আবু উবায়দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین রবিয়ার পুত্র উতবা ও শায়বাকে এবং ওলীদ ইবনে উতবাকে বদরে হত্যা করেছিলেন, যারা তাদের আত্মীয় ছিল। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের কাছে আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কী মূল্য?[১]

ইনকে দুশমন কো আগার তু নে না সামঝা দুশমন
ওহ ক্বিয়ামত মে করেঙ্গে না রাফাকত তেরী
ইনকে দুশমন কা জো দুশমন নেহী সাচ কেহতা হুঁ
দা'ওয়া বে-আসল হ্যায় ঝুটি হ্যায় মুহাব্বত তেরী
বলকে ঈমান কি পুছে তো হ্যায় ঈমান ইয়েহি
ইনসে ইশক্, ইনকে আ'দু সে হো আ'দাওয়াত তেরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবতা হলো, রাসূল প্রেমিকদের জন্য শুধু এটাই যথেষ্ট নয় যে, তারা রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-

১. খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ২৮, আল মুজাদিলাহ, আয়াতের পাদটীকা: ২২।

www.dawateislami.net

এর শত্রুদেরকে শত্রু জানবে, বরং তাদের সাথে শত্রুতার পাশাপাশি তাদের সংস্কৃতি ও রীতিনীতি থেকেও দূরত্ব অবলম্বন করা আবশ্যক। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان-এর জীবনধারা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা সেই প্রত্যেক জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যা উভয় জাহানের মাহবুব, প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপছন্দ করেছেন। কিন্তু আফসোস! আজকের মুসলমানদের কী হয়ে গেল যে, তারা তাদের মাহবুব আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর শত্রুদের রীতিনীতি অনুসরণ করাকে গর্বের বিষয় মনে করে। একটু ভাবুন! ইশক্বে রাসূলের দাবিদাররা কোন পথে চলছে? নামুসে রিসালাতের রক্ষকরা দিন দিন বদ-মাযহাবীদের নোংরামিতে কেন ডুবে যাচ্ছে? যে লোকগুলো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শানে বিয়াদবি করে, আমরা তাদেরই অনুসারী কেন হয়ে যাচ্ছি? ইসলামের কন্যারা লজ্জার চাদর কেন ফেলে দিল? ইসলামের তরুণদের চোখ থেকে লজ্জা কেন চলে গেল? নিজেদেরকে গোলামানে মুস্তাফা বলে দাবি কারীরা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদর্শ গ্রহণ করার পরিবর্তে নবীর দুশমনদের অনুসরণ করছে কেন? এটাই কি আমাদের ভালোবাসা? সত্যিকারের প্রেমিক কি প্রিয়জনের পথে চলতে লজ্জা পায়? না, না, কখনোই না। আরে, এই পথই তো তার জন্য জীবনের পুঁজি। সুতরাং জ্ঞানে ফিরে আসুন, কথার নয়, কাজের গাজী হয়ে দেখান। অন্যদের ভালোবাসা অন্তর থেকে মুছে ফেলুন এবং সেই সত্তার সত্যিকারের ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করুন, যার নূর দুনিয়ার অন্ধকারকে আলোকিত করেছে। শুধু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর হয়ে যান পুরো দুনিয়া আপনার হয়ে যাবে। اِنۡ شَآءَ الله

www.dawateislami.net

কী মুহাম্মাদ সে ওয়াফা তুনে তো হাম তেরে হ্যায়
ইয়ে জাহাঁ চিজ হ্যায় কিয়া, লওহ ও কলাম তেরে হ্যায়

অনুবাদ: মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বস্ত হলে আমি (আল্লাহ) তোমার, এই জগৎ তো সামান্য, লওহ ও কলমও তোমার

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিতনাপূর্ণ যুগে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে আশিকানে রাসূলের বিশ্বব্যাপী দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী আমাদের জন্য এক মহান নিয়ামত যার বরকতে আমরা আমাদের অন্ধকার অন্তরে ইশকে মুস্তফার প্রদীপ জ্বালাতে পারি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه-এর শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়া দুনিয়ায়ে ইসলামের সেই মহান আন্দোলন যা কুরআন ও সুন্নাতের পথে চালায়, ইশকে রাসূল দ্বারা অন্তরকে পরিতৃপ্ত করে এবং সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن-এর ভালোবাসার পেয়ালা পরিপূর্ণভাবে পান করায়। এই মাদানী ও পবিত্র পরিবেশের বরকতে না জানি কত ভ্রান্ত আকিদার লোক নিজেদের মিথ্যা আকিদা থেকে তাওবা করে সুন্নী সহীহ আকিদার হয়ে গেছে। আপনিও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা যুক্ত থাকুন। আসুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করি:

www.dawateislami.net

বদ আকিদা থেকে তাওবা

তহসীল ফালিয়া (পাঞ্জাব, পাকিস্তান)-এর অধিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের বিবরণের সারসংক্ষেপ এই যে, দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আগে বদ মাযহাবদের সঙ্গ প্রাপ্ত ছিল, যার অশুভ প্রভাবের কারণে নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সম্মান এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام -এর ভালোবাসার স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। আশিকানে রাসূল ও গোলামানে আউলিয়াদের প্রতি এত ঘৃণা ছিল যে, আমার চাচাজান, যিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের (আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন) দাওয়াতে ইসলামীর (সুবাসিত মাদানী পরিবেশ)-এর সাথে যুক্ত ছিলেন, যখনই তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন, আমার ভেতরে ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠত। আমি তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতাম এবং তার সাথে কথা বলাও সহ্য করতাম না। হয়তো এভাবেই আমার জীবনের সন্ধ্যা হয়ে যেত এবং কিয়ামতের দিন আক্ষেপ ও লজ্জার মুখোমুখি হতে হতো। কিন্তু আমার উপর আমার রব আল্লাহ পাকের দয়া হলো এবং কোনো কাজের প্রসঙ্গে মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর)-এ চাচাজানের বাড়িতে যেতে হলো। একদিন তিনি দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় অংশগ্রহণের কথা বললেন। না চাইতেও আমি তাকে মানা করতে পারলাম না এবং ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী হয়ে গেলাম। কিন্তু এখানেও আমার চোখে বাঁধা ঘৃণা ও শত্রুতার পট্টি খুলল না। কিসমতে যেহেতু বদমাযহাবদের ফাঁদ থেকে মুক্তি এবং আশিকানে রাসূলের সঙ্গ লেখা ছিল, তাই একদিন মাদানী পরিবেশের

www.dawateislami.net

সাথে যুক্ত এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভঙ্গিতে আমার উপর ইনফিরাদি কৌশিশ তথা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করলেন এবং আমাকে আল্লাহর রাস্তায় সফর করার প্রতি উৎসাহ দিলেন। না জানি তার কথায় কী প্রভাব ছিল যে, আমি তৎক্ষণাৎ ত্রিশ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য শুধু সম্মত হলাম না, বরং মাদানী কাফেলার সফরকারীও হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের নৈকট্য তো কী মিলল, আমার জীবনের ধরনই বদলে গেল। হৃদয় বিদারক বয়ান, সুন্দর সুন্দর নাত এবং অসাধারণ সুন্নাত শেখা-শেখানোর মাদানী হালকায় তো আমার চিন্তাধারাই বদলে দিল, হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা ও নবী প্রেমের প্রদীপ জ্বলে উঠল এবং আমি এক আধ্যাত্মিক প্রশান্তি পেতে লাগলাম। চোখে বাঁধা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার পট্টি খুলে গেল এবং দাওয়াতে ইসলামীর প্রতি ঘৃণা ভালোবাসায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। মাথায় সম্মানিত পাগড়ির তাজ সাজিয়ে নিলাম এবং শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর মুরিদ হয়ে তাঁর দয়ার আঁচলের সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এসে আমি বদ-মাযহাবদের সাথে মেলামেশা শেষ করে দিলাম এবং নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আরও পরিষ্কার করার জন্য তরবিয়্যতী কোর্সে ভর্তি নিয়ে নিলাম।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা রাখা এবং তাঁর সুন্নাতগুলো গ্রহণ করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	বইয়ের নাম	লেখক / সংকলক / জন্ম-ওফাত	প্রকাশনা
১	কুরআন পাক	আল্লাহ পাকের বাণী	
২	তরজমায়ে কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত: ১৩৪০ হি:)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী, ১৪৩২ হি:
৩	খাযাইনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (ওফাত: ১৩৬৭ হি:)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৪	তাফসীরে খাযেন	আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী (ওফাত: ৭৪১ হি.)	আল-মাতবা'আতুল মায়মুনিয়া, মিশর
৫	সহীহ আল-বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (ওফাত: ২৫৬ হি.)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৯ হি:
৬	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশায়রী নিশাপুরী (ওফাত: ২৬১ হি.)	দার ইবনে হাযম, ১৪১৯ হি:
৭	সুনান আত-তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী (ওফাত: ২৭৯ হি:)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪ হি:
৮	সুনান আবী দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশ'আস সিজিস্তানী (ওফাত: ২৭৫ হি.)	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৯	সুনান আন-নাসাঈ	ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শু'আইব নাসাঈ (ওফাত: ৩০৩ হি.)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৬ হি.
১০	আল-মুসনাদ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল (ওফাত: ২৪১ হি.)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪ হি:
১১	আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী (ওফাত: ৪০৫ হি:)	দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, ১৪১৮ হি:
১২	তারিখে দামিশক	আল্লামা আলী বিন হাসান (ওফাত: ৫৭১ হি.)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৫ হি:
১৩	কানযুল উম্মাল	আলী মুত্তাকী বিন হুসামুদ্দীন হিন্দী বুরহানপুরী (ওফাত: ৯৭৫ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হি:

www.dawateislami.net

নং	বইয়ের নাম	লেখক / সংকলক / জন্ম-ওফাত	প্রকাশনা
১৪	জাম'উল জাওয়ামে	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ূতী শাফেয়ী (ওফাত: ৯১১ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪২১ হি:
১৫	মিশকাতুল মাসাবীহ	আল্লামা ওয়ালীউদ্দীন তাবরিযী (ওফাত: ৭৪২ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হি:
১৬	আশ-শিফা বিত তা'রীফি হুকূকিল মুস্তফা	কাযী আবুল ফযল আয়্যায মালিকী (ওফাত: ৫৪৪ হি:)	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাত-ই-রেযা, হিন্দ, ১৪২৩ হি:
১৭	দালায়িলুন নুবুওয়া	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বায়হাকী (ওফাত: ৪৫৮ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৮	আত-তাবাকাতুল কুবরা	মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন মানী' হাশেমী (ওফাত: ২৩০ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৯	আল-খাসাইসুল কুবরা	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবী বকর সুয়ূতী (ওফাত: ৯১১ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২০	শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব	মুহাম্মদ যুরকানী বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ (ওফাত: ১১২২ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২১	ওয়াসাইলুল উসূল ইলা শামায়েলির রাসূল	ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানভী (ওফাত: ১৩৫০ হি:)	দারুল মিনহাজ, বৈরুত, ১৪২৩ হি:
২২	আর-রিয়াদুন নাদরাহ	ইমাম শাইখ আবু জাফর আহমদ তাবারী (ওফাত: ৬৯৪ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২৩	আল-কামিল ফিত তারিখ	আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আসীর জাযারী (ওফাত: ৬৩০ হি:)	মাকতাবাতুল আদাব, কায়রো, মিশর

www.dawateislami.net

নং	বইয়ের নাম	লেখক / সংকলক / জন্ম-ওফাত	প্রকাশনা
২৪	আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা	ইমাম হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজার আসকালানী (ওফাত: ৮৫২ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৫ হি:
২৫	জযবুল কুলূব	শাইখ মুহাক্কিক শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (ওফাত: ১০৫২ হি:)	আন-নূরিয়্যাতুর রাযবিয়্যাহ পাবলিশিং কোম্পানী, লাহোর
২৬	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা (ওফাত: ১৩৪০ হি:)	রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
২৭	সীরাতে মুস্তফা	মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২৮	তাযীমে নবী	ফকিহে মিল্লাত মুফতি জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী (ওফাত: ১৪২২ হি:)	মুস্তফা ফাউন্ডেশন, লাহোর
২৯	হায়াতে আলা হযরত	মালিকুল উলামা যফরুদ্দীন বিহারী (ওফাত: ১৩৮২ হি:)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৩০	ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর	আল-মদীনাতুল ইলমিয়া, শো'বায়ে ফয়যানে সাহাবা ওয়া আহলে বাইত	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৩১	হিদায়িকে বখশিশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা (ওফাত: ১৩৪০ হি:)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৩২	যওকে নাত	শাহানশাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খান (ওফাত: ১৩২৬ হি:)	যিয়াউদ্দীন পাবলিকেশন্স, করাচী

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

দরূদ শরীফের ফযিলত ১
স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যানকারী গোলাম ২
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকগণ ৪
রাসূলের ভালোবাসাই ঈমানের মূল ৬
রাসূলের ভালোবাসা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও উর্ধ্বে ৮
সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর হলেন আশেকে আকবর ৯
সিদ্দিকের জন্য আল্লাহ ও রাসূলই যথেষ্ট ১২
ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ-এর ইশকে রাসূল ১৫
হাতা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হলো ১৫
মুনিবের আগে তাওয়াফ করেননি ১৭
আক্বার নাম মুছব না ১৯
উহুদ যুদ্ধের জানবাজ সাহাবীরা ২১
ভালোবাসার কারণসমূহ ২৩
(১) সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতা ২৪
(২) ইলম ২৭
(৩) দানশীলতা ও উদারতা ২৮
(৪) দুনিয়া বিমুখতা ও খোদাভীরুতা ৩০
(৫) স্নেহ ও দয়ার্দ্রতা ৩১
(৬) উত্তম চরিত্র ৩৩
ভালোবাসার আলামত ৩৫
(১) আনুগত্য ও অনুসরণ ৩৬
রাসূলের অনুসরণ আর আমীরে আহলে সুন্নাত ৩৮
(২) সম্মান ও মর্যাদা ৪০
(৩) অধিক পরিমাণে যিকির ৪২
(৪) দীদারের আকাঙ্ক্ষা ৪৪
(৫) প্রিয়জনের বন্ধুদের সাথে ভালোবাসা ৪৫
সাদাতে কেরামের প্রতি ভক্তির কারণ ৪৭
সাদাতের জন্য দ্বিগুণ অংশ ৪৮
(৬) প্রিয়জনের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা ৫০
বদ আকিদা থেকে তাওবা ৫৫
তথ্যসূত্র ৫৭

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه .

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪৩১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net